



112113 - উপর্যুপরি কবরী গুনাত লিপ্ত ব্যক্তরি মারা গলে তাদরে শেষে পরণিতি

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলার বাণী: “ব্যভচারিণী ও ব্যভচারী— তাদরে প্রত্যেকেকে একশত বতেরাঘাত করবে”, এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদরেকে তোমরা আশটি বতেরাঘাত কর।” এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর পুরুষ চোর ও নারী চোর— তাদরে উভয়ের হাত কটে দাও; তাদরে কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” এরা যারা এ ধরণে কবরী গুনাত লিপ্ত হয় এবং তাদরে উপর শরয়ী শাস্তি কায়মে করার মত কটে না থাকে এবং তারা তাওবা না করে মারা যায়; তাহলে কয়িমতরে দনি তাদরে হুকুম কি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

“আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতরে আকদি হলো: মুসলমানদরে মধ্যে কটে যদি ব্যভচারি, অপবাদ-আরোপ, চুরি ইত্যাদি মত কবরী গুনাত উপর্যুপরি লিপ্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দবিনে। আর তিনি চাইলে তাকে উপর্যুপরি লিপ্ত কবরী গুনাতের জন্য শাস্তি দবিনে। তবে তার শেষে পরণিতি হবে জান্নাত। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ শরিকরে গুনাত ক্ষমা করবনে না; এর চয়ে লঘু গুনাত তিনি যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবনে।” [সূরা নসি, আয়াত: ৪৮]

এবং এই মর্মে সহি ও মুতাওয়াতরি হাদিসগুলোর কারণে; যহে হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, গুনাতগার ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বরে করা হবে। উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর হাদিসে এসছে: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে ছলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা কি আমার হাতে এই মর্মে বাইআত (অঙ্গীকার) করবে না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, ব্যভচারি করবে না, চুরি করবে না...?! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি এর কোনটিতে লিপ্ত হবে এবং তাকে এর দণ্ড দেওয়া হবে তাহলে এই দণ্ড তার জন্য প্রতিকার হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তার বিষয়টি গোপন রেখেছেন; তার সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।”

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদরে প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহর রহমত



ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি কুয়ুদ।[ফাতাওয়াল লাজনাৎ দায়মি (১/৭২৮)]